তৌযীহুল মাসা'য়েল

হযরত আয়াতুল্লাহ আল্ উজমা আলহাজ্ব সাইয়েদ আলী হোসাইনী
সিস্তানীর প্রদত্ত ফতোয়া

www.ketab.ir

অনুবাদ : আলহাজ্ব মোঃ সামিউল
হক

سرشناسه: سیستاني ، علي ، ۱۳۰۹ -
Sistani, Ali
عنوان قراردادي: توضيح المسائل با تصحيح وتجديد نظر واضافات مطابق فتاوى حضرت اية الله العظمى آقاي حاج سيد علي حسيني سيستاني ادام الله ظله . بنگالی
عنوان ونام پديد آور: Toujihul Masael / Ayatullah Ozma Seyyed Ali Hosseini Sistani; Mohammad Smai'aul Haq.
مشخصات نشر: قم: Qum: Moasseseyeh Ale – Bait Le Ehya Altorath, 2014 = 1393.
مشخصات ظاهري: 520 ص.
شابک: ۱-۷۵-۵۲۱۳-۶۰۰-۹۷۸
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: بنگالی.
موضوع: فقه جعفری ـــ رساله عملیه
شناسه افزوده: سميع الحق ، محمد، مترجم
شناسه افزوده: Sami'aul Haq, Mohammad
رده بنده کنگره: BP ۱۸۳ / ۹ س ت 9049529 1393
رده بندی ديويي: ۲۹۷ / ۳۴۲۲
شماره کتاب شناسي ملي: ۳۴۵۶۵۳۹

হোসাইনী সিস্তানী, আলী, ১৮৯২-
তৌযিহুল মাসায়েল/লেখক সাইয়েদ আলী হোসাইনী সিস্তানী; অনুবাদক মোঃ সামিউল হক; সম্পাদক মোঃ আঃ জাব্বার-কোম: ইমাম আলী ফাউন্ডেশন, ১৪৩১ হি=২০১০. পৃষ্ঠা. ৫১১.
ISPN: 978-600-5213-75-1
1. জাফরী ফিকাহ- আহকাম. ১. সামিউল হক, মোহাম্মদ, ১৯৭৪- অনুবাদক.
২. আঃ জাব্বার, মোহাম্মদ, সম্পাদক. ৩. বিষয় ২৯৭.৩৪২
BP ১৮৩.৯H৩T৮

نام کتاب : توضيح المسائل
مؤلف : حضرت آية الله العظمى حاج سيد على حسينى سيستانى
مترجم :حاج محمد سميع الحق
ويراستار : محمد عبد الجبّار
ناشر : مؤسسه امام علي (ع)
تيراژ : ۲۰۰۰
نوبت چاپ : اول
تاريخ۱٤۳٦هجري
قيمت: ۳۰۰۰ ت
چاپخانه : وفا

الرسالة العملية باللغة البنغالية

তৌযীহুল মাসা'য়েল

"হযরত আয়াতুল্লাহ আল্ উজমা আলহাজ্ব সাইয়েদ আলী হোসাইনী সিস্তানী" 'র প্রদত্ত ফতোয়া

অনুবাদ : আলহাজ্ব মোঃ সামিউল হক
সম্পাদনা : এস. এম. এ. জাব্বার
কম্পোজ : সুফিয়া বেগম
প্রকাশনা : ইমাম আলী (আঃ) ফাউন্ডেশন

www.ketab.ir

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা ১৬
তাকলীদের আহকাম ২০
পবিত্রতার আহকাম ২৪
বিশুদ্ধ (মোতলাক) ও মিশ্রিত(মোজাফ) পানি ২৪
কুর পানি ২৪
অল্প পানি ২৬
প্রবাহিত পানি ২৬
বৃষ্টির পানি ২৭
কূপের পানি ২৯
পানির আহকাম ২৯
প্রস্রাব-পায়খানার আহকাম ৩১
ইসতিবরা ৩৩
প্রস্রাব ও পায়খানার মুস্তাহাব ও মাকরূহ কাজ সমূহ ৩৫
অপবিত্রতা ৩৬
১ ও ২- মল ও মূত্র ৩৬
৩- বীর্য বা ধাতু ৩৭
৪- মৃত প্রাণী ৩৭
৫- রক্ত ৩৮
৬ ও ৭- স্থলচর কুকুর ও শুকর : ৩৯
৮- কাফের ৪০
৯- মদ বা শরাব ৪০
১০- নাপাকী ভক্ষণকারী পশুর ঘাম ৪১
অপবিত্রতা নির্ণয় করার উপায় ৪১
পাক বস্তু যেভাবে নাপাক হয় ৪২
অপবিত্রতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলা ৪৩
পবিত্র করার জিনিস সমূহ ৪৫
১- পানি ৪৬
২- জমিন বা মাটি ৫০

www.ketab.ir

৩- সূর্য ৫১
৪- ইসতিহালা বা রূপান্তর..........৫২
৫- ইনকিলাব বা পরিবর্তন ৫২
৬- ইনতেকাল বা স্থানান্তর..........৫৩
৭- ইসলাম..........৫৪
৮- তাবাঈয়্যাত বা আনুগত্য ৫৫
৯- প্রকৃত নাপাক বস্তু দূর হওয়া ৫৬
১০- নাপাক বস্তু আহারকারী জীবের ইসতিবরা..........৫৬
১১- মুসলমান ব্যক্তির নিরুদ্দেশ..........৫৭
১২- সাধারণমতে বিবেচ্য পরিমাণ রক্ত চলে যাওয়া..........৫৭

পাত্রাদির আহকাম..........৫৮

অযু ৬০

এরতেমাসী বা ডুবিয়ে অযু করার আহকাম..........৬৩
অযু করার সময় যেসব দোয়া পড়া মুস্তাহাব..........৬৪
অযু সঠিক হবার শর্ত সমূহ ৬৬

অযুর আহকাম..........৭১

যেসব কাজের জন্য অযু করতে হয়.......... ৭৩
যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় ৭৪
পট্টি বাধা অবস্থায় অযু করার আহকাম ৭৫

ওয়াজিব গোসল ৭৮

জানাবাতের গোসল বিষয়ক আহকাম ৭৮

জুনুব ব্যক্তির জন্য হারাম কাজ সমূহ ৮০
জুনুব ব্যক্তির জন্য মাকরুহ কাজ সমূহ ৮১
জানাবাতের গোসল ৮১
তারতিবী বা ধারাবাহিক গোসল..........৮২
এরতিমাসী বা ডুব দিয়ে গোসল ৮৩
গোসলের আহকাম ৮৩

ইসতিহাযা ৮৭

ইসতিহাযার আহকাম ৮৭

ঋতুস্রাব ৯৪

হায়েয বা ঋতুগ্রস্ত মহিলার আহকাম ৯৬

www.ketab.ir

ঋতুগ্রস্ত নারীর প্রকার ভেদ ৯৯
হায়েজ বা ঋতু সংক্রান্ত নানাবিধ মাসআলা ১০৮

নিফাস ১১০

মৃতদেহ স্পর্শের কারণে গোসল ১১২
মৃত্যুকালীন সময়ের আহকাম ১১৩
মৃত্যুর পরের আহকাম ১১৫
গোসল, কাফন, নামায ও দাফনের আহকাম ১১৫
মৃতের কাফনের আহকাম ১২০
হুনূতের (সুগন্ধি) আহকাম ১২২
মৃতের নামায ১২৩
দাফনের আহকাম ১২৬
দাফনের মুস্তাহাব আমল সমূহ ১২৮
ভয়ের নামায ১৩০
কবর খনন করা (খুঁড়া) ১৩১
মুস্তাহাব গোসলসমূহ ১৩২

তায়াম্মুম ১৩৫

১- পানির অভাব ১৩৫
২- পানি আছে কিন্তু কোন কারণে পানি সংগ্রহ করা যাচ্ছে না ১৩৭
৩- পানি ব্যবহারে কোন ক্ষতির আশংকা থাকলে। ১৩৮
৪- কষ্টকর বিষয় ১৩৯
৫- তৃষ্ণা মেটানোর জন্য রক্ষিত পানি ১৩৯
৬- যদি পানি ব্যবহার করা অন্য কোন শরিয়তি কর্তব্যের সাথে বিরোধ হয় যা অযু বা গোসলের সমান বা তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ১৪০
৭- সময়ের সংকীর্ণতা ১৪০
যেসব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম শুদ্ধ ১৪১
অজু বা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের বিধান ১৪৩
তায়াম্মুমের আহকাম ১৪৩

ওয়াজিব নামাযসমূহ ১৪৮

প্রতিদিনের নামায ১৪৯

যোহর ও আসর নামাযের সময় ১৪৯

www.ketab.ir

জুমআর নামায ও তার আহকাম ১৫১

কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে জুমআর নামায ওয়াজিব হয় : ১৫১

আরো কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে জুমআর নামায সহীহ হয় : ১৫১

মাগরিব ও এশা নামাযের সময় ১৫৩

ফজর নামাযের সময় ১৫৩

নামাযের সময় সম্পর্কিত আহকাম ১৫৪

মুস্তাহাব নামাযসমূহ ১৫৬

দৈনন্দিন নফল নামাযের সময় ১৫৭

কেবলার আহকাম ১৫৯

নামাযের পোশাক ১৬১

নামায আদায়কারীর পোশাক সম্পর্কিত শর্তবলী ১৬২

প্রথম শর্ত ১৬৩

দ্বিতীয় শর্ত ১৬৫

তৃতীয় শর্ত ১৬৬

চতুর্থ শর্ত ১৬৬

পঞ্চম শর্ত ১৬৭

ষষ্ঠ শর্ত ১৬৭

যেসব ক্ষেত্রে দেহ অথবা পোশাক পাক হওয়া আবশ্যক নয় ১৬৯

নামাযের পোশাকের মুস্তাহাব ও মাকরূহ বিষয়াদী ১৭১

নামাযের জায়গা ১৭৩

যে সকল স্থানে নামায পড়া মুস্তাহাব ১৭৭

যে সকল স্থানে নামায পড়া মাকরুহ ১৭৮

মসজিদের আহকাম ১৭৮

আযান ও ইকামত ১৮১

নামাযের ওয়াজিব (বা ফরজ) কাজ সমূহ ১৮৫

নিয়ত ১৮৬

তাকবীরাতুল এহরাম ১৮৬

কিয়াম (দাঁড়ানো) ১৮৮

কারাআত (কেরাত) ১৯০

www.ketab.ir

রুকূ ১৯৬

সেজদা ১৯৯

যেসব বস্তুর ওপর সেজদা দেয়া সহীহ ২০৩

সেজদার মুস্তাহাব ও মাকরুহ বিষয়াদী ২০৫

কোরআনের ওয়াজিব সেজদাসমূহ : ২০৬

তাশাহহুদ ২০৮

নামাযের সালাম ২০৯

তারতীব (ধারাবাহিকতা) ২০৯

মুয়ালাত (বিরতি না দেয়া) ২১০

কুনূত (দোয়া) ২১১

নামায পরবর্তী দোয়াসমূহ ২১১

নবি (সঃ) এর প্রতি দরূদ-শরীফ পাঠ করা ২১২

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ ২১২

নামাযের মধ্যকার মাকরুহ বিষয় ২১৭

যেসব কারণে ওয়াজিব নামায ছেড়ে দেয়া যায় ২১৭

নামাযের সন্দেহসম্পর্কিত মাসআলা ২১৮

যেসব সন্দেহের কারণে নামায ভঙ্গ হয় ২১৮

যেসব সন্দেহ পরিত্যাজ্য ২১৯

যেসব সন্দেহ সহীহ ২২০

এহতিয়াতমূলক নামাযের হুকুম ২২৩

সাহু সেজদা ২২৫

সাহু সেজদার নিয়ম ২২৭

ভুলে যাওয়া সেজদার কাযা আদায় ২২৭

নামাযের অংশ ও শর্তের কম-বেশি হওয়া সম্পর্কিত আহকাম ২২৮

সফরকারীর নামায ২৩০

সফর সংক্রান্ত নামাযের নানাবিধ মাসলা-মাসায়েল ২৪০

কাযা নামায ২৪১

বড় ছেলের ওপর তার পিতার কাযা নামায ওয়াজিব হয় ২৪৩

জামাতে নামায আদায় ২৪৫

জামাতের ইমাম হবার শর্তাবলী ২৫১

জামাতের আহকাম ২৫২

www.ketab.ir

জামাতবদ্ধ নামাযে ইমাম ও মামুমের (মুস্তাহাব) করণীয় ২৫৩
জামাতবদ্ধ নামাযের মাকরুহ বিষয়াদী ২৫৪

নিদর্শনের নামায ২৫৫
নিদর্শনসম্পর্কিত নামাযের আহকাম ২৫৭

ঈদের নামায ২৫৯

নামাযের জন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বা কাউকে ভাড়া করা ২৬২

রোযার আহকাম ২৬৪
নিয়ত ২৬৪
রোযা ভঙ্গের কারণ সমূহ ২৬৭
খাওয়া ও পান করা ২৬৭
সঙ্গম ২৬৯
মৈথুন বা হস্তমৈথুন ২৬৯
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) উপর মিথ্যারোপ করা ২৭০
ধূলাবালি গলাধকরণ করা ২৭১
জুনুব বা হায়েয অবস্থায় ফজরের আজান পর্যন্ত থাকা ২৭২
এমালে করা ২৭৫
বমি করা ২৭৫
রোযা ভঙ্গের কারণ সমূহের বিশেষ আহকাম ২৭৬
রোযাদারের জন্য মাকরুহ বিষয়াদি ২৭৬
যেসব কাজে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় ২৭৭
রোযার কাফ্ফারা ২৭৭
যেসব ক্ষেত্রে শুধু রোযার কাযা আদায় করতে হয় ২৮০
কাযা রোযার আহকাম ২৮১
মুসাফিরের রোযার আহকাম ২৮৪
যেসব লোকের জন্য রোযা রাখা ওয়াজিব নয় ২৮৬
মাসের প্রথম দিন প্রমাণ করার উপায় ২৮৬
হারাম ও মাকরুহ রোযা সমূহ ২৮৮
মুস্তাহাব রোযা সমূহ ২৮৯
যেসব লোকের জন্য রোযা ভঙ্গের কারণ ঘটানো থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব ২৯০

www.ketab.ir

খুম্‌স..২৯১

১) অর্জিত মুনাফা বা লভ্যাংশ..২৯১

২) খনিজদ্রব্য...২৯৭

৩) গুপ্তধন ২৯৮

৪) হালাল মালের সাথে হারাম মিশ্রিত হলে ২৯৯

৫) ডুব দিয়ে সমুদ্রতল থেকে হাসিল করা মণি-মুক্তা...........................৩০০

৬) যুদ্ধে অর্জিত গনিমত..৩০২

৭) যিম্মি কাফের যে জমিন মুসলমানের কাছ থেকে কিনবে....................৩০২

খুমূস ব্যবহারের খাত সমূহ...৩০৩

যাকাত.. ৩০৫

যাকাত ওয়াজিব হবার শর্ত সমূহ ৩০৫

গম, যব, খেজুর ও কিসমিসের যাকাত.......................................৩০৬

স্বর্ণের নিসাব..৩১০

রূপার নিসাব..৩১১

স্বর্ণ ও রূপার যৌথ আহকাম ৩১২

উট, গরু ও ছাগলের যাকাত...৩১৩

উটের নিসাব...৩১৩

গরুর নিসাব ৩১৪

ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার নিসাব...৩১৫

উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার যাকাত ও তার আহকাম ৩১৫

ব্যবসা সংক্রান্ত মালের যাকাত..৩১৬

যাকাতের খাত...৩১৭

যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তির শর্তাবলী ৩২০

যাকাতের নিয়ত ৩২১

যাকাতের নানাবিধ মাসআলা..৩২২

ফেতরা ৩২৬

ফেতরা প্রদানের খাত...৩২৯

ফেতরা সম্পর্কিত নানাবিধ মাসআলা..৩৩০

www.ketab.ir

হজ্ব ৩৩২

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ৩৩৫

ব্যবসা সংক্রান্ত আহকাম........................ ৩৩৭

ব্যবসা-বাণিজ্যের মুস্তাহাব আমল সমূহ ৩৩৭

বেচাকেনার মাকরূহ বিষয়াদি ৩৩৮

ব্যবসার হারাম বিষয়াদি ৩৩৮

বিক্রেতা ও ক্রেতার শর্তাবলী ৩৪৩

বিক্রিত মাল ও তার বিনিময়ে যা নেয়া হয় তার শর্ত সমূহ ৩৪৪

বেচাকেনা করার সিগা বা দু'পক্ষের সম্মতিসূচক উচ্চারিত বাক্য ৩৪৬

ফল বেচাকেনার আহকাম ৩৪৬

নগদ ও বাকিতে বিক্রি ৩৪৭

সালাফ ব্যবসার (অগ্রিম বিক্রির) শর্তাবলী ৩৪৮

সালাফ ব্যবসার আহকাম ৩৪৯

স্বর্ণ ও রূপার পরিবর্তে স্বর্ণ ও রূপা বিক্রির আহকাম ৩৪৯

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসা বা লেনদেন নাকচ করে দেয়া যায় ৩৫০

বেচাকেনার নানাবিধ মাসআলা ৩৫৩

অংশীদারি ব্যবসা বা কম্পানির আহকাম ৩৫৫

সন্ধি বা আপোসমূলক ব্যবসার আহকাম ৩৫৮

ভাড়া দেয়া বা নেয়ার আহকাম ৩৬০

কোন মাল ভাড়া দেয়ার শর্তাবলি ৩৬১

যে মাল ভাড়া দেয়া হবে তা ব্যবহারের শর্তাবলি ৩৬২

ভাড়াসম্পর্কীয় নানাবিধ মাসআলা ৩৬৩

জি'আলাহ বিষয়ক আহকাম ৩৬৮

মুযারেয়াহ বিষয়ক আহকাম ৩৭০

মুসাকাত ও মুগারেসাহ বিষয়ক আহকাম ৩৭৩

নিজস্ব সম্পত্তিতে যাদের ভোগদখল করা নিষিদ্ধ ৩৭৫

www.ketab.ir

ওকালতি বিষয়ক আহকাম ৩৭৭

কর্জ দেয়া ও নেয়ার আহকাম ৩৮০

হাওলা বিষয়ক আহকাম ৩৮৪

রেহান বা বন্ধকের আহকাম ৩৮৬

জামিনদার হবার আহকাম ৩৮৮

কাফালত সম্পর্কিত আহকাম ৩৯০

আমানতদারির আহকাম ৩৯১

ধার-কর্জ বা ঋণের আহকাম ৩৯৫

নিকাহনামা বা বিবাহের আহকাম ৩৯৮

বিবাহের ছীগা বা কালেমার আহকাম ৩৯৮

বিবাহের কালেমা পড়ার নিয়ম ৩৯৯

বিবাহের কালেমা পড়ার শর্ত সমূহ ৪০০

যেসব ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্বামী বিয়ে বাতিল করতে পারে ৪০২

যেসব মহিলাকে বিয়ে করা হারাম ৪০৩

স্থায়ী বিয়ের আহকাম ৪০৭

অস্থায়ী বা মুতা বিয়ে ৪০৯

তাকানোর আহকাম ৪১০

বিবাহের নানাবিধ মাসআলা ৪১২

দুধ পান করানোর আহকাম ৪১৬

দুধ পান করানোর শর্ত সমূহ ৪১৮

যা মাহরাম হবার কারণ বলে পরিগণিত হয় ৪১৮

দুধ পান করানোর আদব ৪২১

দুধ পান করানোর নানাবিধ মাসআলা ৪২১

তালাকের আহকাম ৪২৪

তালাকের ইদ্দত ৪২৬

যে মহিলার স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দতের মেয়াদ ৪২৮

বাঈন ও রাজঈ তালাক ৪২৯

www.ketab.ir

রুজু বা প্রত্যাবর্তন করার আহকাম ৪২৯
খালা' বিষয়ক তালাক ৪৩০
মুবারাত বিষয়ক তালাক ৪৩১
তালাকের নানাবিধ মাসআলা ৪৩২

জবরদখল ও তার আনুষঙ্গিক আহকাম ৪৩৪

পাওয়া জিনিসের আহকাম ৪৩৮

পশু-পাখি শিকার ও জবাই করার আহকাম ৪৪২
পশু-পাখি জবাই করার নিয়ম বা পদ্ধতি ৪৪৩
পশু-পাখি জবাই করার শর্তাবলী ৪৪৩
উট জবাই করার নিয়ম ৪৪৫
জবাই করার সময় যেসব কাজ মুস্তাহাব ৪৪৫
জবাই করার সময় যেসব কাজ মাকরুহ ৪৪৫

অস্ত্র বা হাতিয়ার দ্বারা শিকার করার আহকাম ৪৪৭
শিকারী কুকুর দ্বারা শিকার করার বিধান ৪৪৯
মাছ ও (খাদ্যোপযোগী) ফড়িং শিকারের আহকাম ৪৫০

পানাহারের আহকাম ৪৫২
খাওয়ার আদব-কায়দা ৪৫৪
খাওয়ার সময় যেসব কাজ অপছন্দনীয় বা অসুন্দর ৪৫৫
পানি পানের আদব ৪৫৬
পানি পানের ক্ষেত্রে অপছন্দনীয় কাজ সমূহ ৪৫৬

মানত ও অঙ্গীকার করার আহকাম ৪৫৭

কসম খাওয়ার আহকাম ৪৬২

উইল বা ওয়াকফ করার আহকাম ৪৬৪

অসিয়ত করার আহকাম ৪৬৭

মৌরুসি সম্পত্তির আহকাম ৪৭৩
প্রথম শ্রেণীর ওয়ারিশ ৪৭৩
দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়ারিশ ৪৭৫
তৃতীয় শ্রেণীর ওয়ারিশ ৪৭৯

www.ketab.ir

স্বামী ও স্ত্রীর ওয়ারিশ ৪৮০
ওয়ারিশ সম্পর্কিত নানাবিধ মাসআলা ৪৮২

পরিশিষ্ট ৪৮৪

অর্থ জমা রাখা (ডিপোজিট) ও ঋণ গ্রহণ ৪৮৪
ক্রেডিট বিষয়ক আহকাম ৪৮৭
মাল সংরক্ষণ ৪৮৮
পরিত্যক্ত পণ্য বিক্রি ৪৮৯
ব্যাঙ্কের জামানত ৪৮৯
ঋণের দলিল বা সনদপত্র বিক্রি ৪৯০
আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হাওলা সমূহ ৪৯১
ব্যাংকিং পুরস্কার ৪৯৩
ড্রাফ্‌ট আদায় করা ৪৯৪
বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় ৪৯৫
হিসাবের অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন ৪৯৫

ড্রাফ্‌ট বা মুদ্রা বিনিময়ের বিল বা বাট্টা ৪৯৭

ব্যাঙ্কে চাকুরী করা ৫০০
বীমার চুক্তি ৫০১
সারকুফলী বা পজিশন ক্রয় বিক্রয় ৫০২
স্বীকারোক্তি ও মুক্কাছ্ছায়ে নোয়ী বিষয়ক মাসআলা ৫০৫
অঙ্গ বিচ্ছিন্নকরণের আহকাম ৫০৯
অঙ্গ সংযোজন বিষয়ক আহকাম ৫১০
কৃত্রিম জননকোষ ৫১১
জন্ম নিয়ন্ত্রণ ৫১৩
সরকারীভাবে তৈরিকৃত রাস্তা-ঘাটের আহকাম ৫১৫
রোযা ও নামায সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল ৫১৭
লটারীর টিকেট ৫২০

www.ketab.ir

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين و اصحابه الاخيار المنتجبين، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين.

ইসলাম ধর্মের অন্যতম ভিত্তি হল শরিয়তি আহকাম বা বিধি বিধান। কারণ, যারা ইসলামী আকিদায় বিশ্বাসী, তারা সবাই শরিয়তি বিধানমতে তাদের জীবন পরিচালনার জন্য বদ্ধ পরিকর। আর এ জন্য চাই মাসলা-মাসায়েলের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ বই, যাতে জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপ পরিচালনার বিধান থাকবে। বাংলাভাষী কোটি কোটি জনতার জন্য যেসব মাসলা মাসায়েল সংক্রান্ত বই-পুস্তক বাজারে পাওয়া যায়, সেসবের অধিকাংশই অস্পষ্ট অথবা ভাসা ভাসা বর্ণনাযুক্ত কিংবা যথেষ্ট তথ্যে সমৃদ্ধ নয়। এ অবস্থায় আলেম নন এমন মুসলমান ভাই বোনেরা নিজ এবাদত বন্দেগী সঠিক বা যথাযথ হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে পারছেন না। বিশেষ করে, যেসব বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লজ্জা বোধ হয় না, সেগুলোর বিধান তারা আলেমদের কাছ থেকে জেনে নিলেও গোপন অঙ্গ বা লজ্জাজনক অনেক বিষয়ে তাদের অনেকেই প্রশ্ন করেন না। তাই নিজের অজান্তেই অনেকে হারাম কাজ অনবরত করে থাকেন, যা আল্লাহর কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়।

অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় একই এবাদত বিভিন্ন ভাবে পালন করতে দেখে কেউ কেউ হতাশ হয়ে ভাবেন যে, কোনটি সঠিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি আমরা নামাযের কথাই তুলে ধরি, তাহলে দেখতে পাব যে, সে সম্পর্কে শেষ নবী ও রসূল হযরত মুহাম্মদ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম** বলেছেন :

صلوا كما رأيتموني اصلّ

অর্থ : তোমরা নামায পড়, ঠিক যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখছ।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম** প্রতিদিন অন্ততঃ ১৭ রাকাত নামায তার বিশ্বস্ত সাহাবায়ে কেরাম ও নিজ পরিবারের প্রিয়জন বা আহলে বাইত (আঃ)'র সামনে পড়েছেন, তাঁর ২৩ বছরের নবুওতি জীবনে এতো নামায তাঁর

www.ketab.ir

সাহাবীদের সামনে পড়ার পরও কেন, নামায পড়ার ধরণ বিভিন্ন রকম হয়ে গেল? বিশ্বনবী (সাঃ)'র পরবর্তি ঘটনাগুলো ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তাই সেদিকে আমি দৃষ্টিপাত করছি না, কিন্তু এ যুগেও আমাদের মধ্যে যাদের হজ্ব করার তৌফিক হয়েছে, তারা নিশ্চয় দেখেছেন যে, মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর নামাযের জামাতে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণের নামাযে দাঁড়ানোর ধরণ ভিন্ন প্রকৃতির। কেউ নাভির উপরে হাত বেঁধে দাঁড়ায়, আবার কেউ বুকের উপরে, আবার কেউ হাত ছেড়ে দাঁড়ায়। তবে কি আমাদের শেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম** এরূপ ভিন্নভাবে নামাযে দাঁড়াতেন? নিশ্চয়ই না। তাহলে এরূপ ভিন্নতা কোথা থেকে এল? তিনি তো বলেছেন, 'তোমরা নামায পড়, ঠিক যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখছ।' এ কথা বলার পর তিনি কি বিভিন্নভাবে নামাযে দাঁড়াতে পারেন?।

হজ্বের মত যেসব এবাদত তিনি হাতে গোনা কয়েকবার তাঁর সাহাবীদের সামনে পালন করেছেন, তাতে স্মৃতি-বিভ্রাটের কারণে অনেকেই পরিবর্তন আনতে পারেন। কিন্তু নামাযে এরূপ পরিবর্তনের বা মাজহাবগুলোর দাবী অনুযায়ী বিকৃতির আসল রহস্য কী হতে পারে?

গোজামিলের মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস জানা জরুরী। এ জন্য বিশেষ করে, হাদিস সঙ্কলনের ইতিহাস জানতে হবে। ইতিহাসে দেখা যায়, কোরআন সঙ্কলনের অজুহাতে হাদিস লিপিবদ্ধ করা বন্ধ রাখা হয়েছিল। প্রথম ও তৃতীয় খলিফা উভয়েই কোরআন সঙ্কলন করেছিলেন। প্রথম খলিফার সঙ্কলিত কোরআনের পরও কেরাত ও সূরার সংখ্যা সংক্রান্ত দুই একটি বিষয়ের পরিবর্তন ও মতপার্থক্য দেখা গেছে। কিন্তু তৃতীয় খলিফার সঙ্কলিত কোরআনের পর তো কেরাত ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দেয় নি এবং তখন থেকে আজো পর্যন্ত সারা বিশ্বে যে কোরআন রয়েছে তা নির্ভুল ও অবিকৃত।[১]

তাহলে বলুন : কেন তৃতীয় খলিফার সঙ্কলিত কোরআনের পর হাদিস লিপিবদ্ধ করার উপর নিষেধাজ্ঞা রহিত করা হল না? অবশেষে প্রায় ১০০ হিজরীর পরে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের নির্দেশে তা রহিত হয়। তারপর থেকে তাবেঈনগণ হাদিস সঙ্কলনের চেষ্টা করেন। অবশেষে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদিস গ্রন্থসমূহ সঙ্কলিত হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক পরিবর্তন বা ভুল ব্যাপকভাবে প্রচলিত

১। সকল মাযহাবের অনুসারিগণই এ কোরআনকে অবিকৃত রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন। যদিও কেউ কেউ বিকৃতির আকিদায় বিশ্বাস করে থাকেন, কিন্তু মূলতঃ তা আর্থিক বিকৃতির আকিদা ছাড়া অন্য কিছু নয়। পাশ্চাত্যের কাফের সম্প্রদায়ের সাথে সুর মিলিয়ে মুসলিম নামধারী ওহাবী সম্প্রদায়ের মত কিছু লোক শিয়া সম্প্রদায়সহ তাদের বিরোধী সম্প্রদায়ের উপর অপবাদ দিয়ে বলে থাকেন যে, তারা কোরআন বিকৃতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু এটা অপবাদ বৈ অন্য কিছু নয়। কেউই তা প্রমাণ করতে পারবে না।

www.ketab.ir

হয়ে পড়ায় সেসবের আর সংশোধন করা সম্ভব হয় নি।[১] নিশ্চয় এ কারণেই আজকে মুসলমানদের আমল ও এবাদত-বন্দেগীতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একই কারণে বিভিন্ন মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্রে এত মতপার্থক্য দেখা যায়।

আপনার হাতের "তৌযিহুল মাসায়েল" শীর্ষক এ বইটি যদিও জাফরী ফেক্বাহ (বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম** 'র পবিত্র আহলে বাইতের সদস্য হযরত ইমাম জাফর সাদেক-আঃ'র মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সুসমন্বিত হওয়ায় শিয়া মাজহাবকে জাফরী ফেক্বাহ বা জাফরী মাজহাবও বলা হয়। হানাফী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবু হানিফা তাঁর ছাত্র ছিলেন) বা শিয়া মাযহাবের দৃষ্টিতে ও ইরাক-নিবাসী "হযরত আয়াতুল্লাহ আল্ উজমা আলহাজ্ব সাইয়েদ আলী হোসাইনী সিস্তানী"র প্রদত্ত ফতোয়ার ভিত্তিতে লিখিত হয়েছে, কিন্তু আমার মতে শিয়া মাজহাব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ও এ মাজহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যেকোন মুসলমান এটা অনুসরণ করে আমল করতে পারেন। বইটি যদি আপনাদের সামান্য কাজেও আসে বা ভাল লাগে তাহলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এ পর্যায়ে অনুবাদের কিছু লক্ষ্যনীয় দিক পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি, যা লক্ষ্য রাখলে পড়ার সময় সুবিধা হবে :

বাংলা ভাষায় প্রথম তৌযিহুল মাসায়েল প্রকাশ করার লক্ষ্যে যেসব মাসআলা পাঠকদের জন্য বিরক্তিকর বা পুনরাবৃত্তি বলে আমার মনে হয়েছে, সেগুলো অনুবাদ করি নি। তাই কখনো কখনো দেখা যাবে যে, মূল বইতে মাসআলার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে কোন কোন নম্বর উল্লেখ করা হয় নি। একইভাবে বইয়ের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে অনেক ক্ষেত্রে মাসআলার উদাহরণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

করেনি, যায়নি, হয়নি ইত্যাদি শব্দ বাংলা অভিধানের নতুন নিয়ম অনুসরণ করার কারণে করে নি, যায় নি ও হয় নি রূপে লেখা হয়েছে।

যদি কোন ধরণের ভুল বা সমস্যা বা অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, সে ক্ষেত্রে অনুরোধ করব আমাকে অবগত করার জন্য যাতে পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধন করতে পারি।

অত্র বইয়ের অধিকাংশ টীকা-টিপ্পনি অনুবাদকের মত বলে পরিগণিত হয়েছে, তাই সেগুলো কোন্ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে তার উদ্ধৃতি দেয়া হয় নি, কিন্তু যেসব টীকা টিপ্পনি কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির কথা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে সেসবের সূত্র উল্লেখের চেষ্টা করেছি।

---

[১]। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য আল্লামা সাইয়্যেদ মুরতাজা আসকারীর লেখা ও মুহাম্মদ মহিউর রহমানের অনূদিত 'হাদীসের ইতিহাস অনুসন্ধান' গ্রন্থটির প্রতি রুজু করুন।

www.ketab.ir

পরিশেষে যারা আমার এ কাজের জন্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের পারিশ্রমিক মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে কামনা করছি যাতে সেই মহা মুসিবতের দিন তাতে উপকৃত হতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন, আমিন।

وما علينا الا البلاغ

আলহাজ্ব মোঃ সামিউল হক
১৯ শে এপ্রিল, ২০১০
Email: samiul66@yahoo.com

www.ketab.ir